বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে...

স্টাফ রিপোর্টার

নন্দীগ্রামের হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে নজিরবিহীনভাবে বিক্ষোভ ও অবরোধ করে গ্রেফতার হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। রবিবার বিকেলে শহরের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র নন্দন এবং অ্যাকাডেমি চত্বর থেকে ঝাঁক ঝাঁক শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-নাট্যকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর লাঠি চালিয়ে, রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি করে পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে আসা হয় লালবাজারে। বিদীপ্তা, অনন্যা, পরমব্রতের মতো অভিনেতা ও নাট্যকর্মীদের কুৎসিতভাবে গ্রেফতার করা হয় বলে অভিযোগ। লালবাজারে ছুটে আসেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ, কবি শঙ্খ ঘোষ, অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা। ধৃত শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মুক্তির দাবিতে রাত পর্যন্ত লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ দেখান পূর্ণদাস বাউল থেকে শুরু করে নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক ছাত্র-ছাত্রী, সবাই। একই ইস্যুতে এদিন দিনভর বিক্ষোভ-অবরোধে উত্তাল হয় কলকাতা-সহ গোটা বাংলা, সঙ্গে চলে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচার। নন্দীগ্রাম ইস্যুতে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের নেতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সর্বস্তরের নাগরিকরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। সোমবার থেকে শুরু হওয়া বন্‌ধের সমর্থনে কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রাস্তা ও রেল অবরোধ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বিজেপি, এসইউসিআই-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও কলকাতায় বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন বহু মানুষ। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ, কবি জয় গোস্বামী, কবি শঙ্খ ঘোষ, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেনরা কখনও নন্দন চত্বরে, কখনও লালবাজারে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, "একই রাজ্যের পুলিশ নন্দীগ্রামে সশস্ত্র সিপিএম ক্যাডারদের আক্রমণের সময় নিষ্ক্রিয়। আর কলকাতা পুলিশ নিরীহ, গান গাইতে আসা প্রতিবাদী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার করে লক-আপে ঢুকিয়েছে। একই রাজ্যের পুলিশের দুই মুখ।" যদিও কলকাতা পুলিশ জানিয়েছেন, আমরা শুধুমাত্র নির্দেশ পালন করেছি। নন্দীগ্রামে শনিবার ভূমি উচ্ছেদ কমিটির নিরীহ-নিরস্ত্র সমর্থকদের মিছিলে সশস্ত্র সিপিএম কর্মীদের গুলি চালানোর জেরে ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন সকাল থেকেই দফায় দফায় কলকাতায় বিক্ষোভ-অবরোধ হয়েছে। সমাজকর্মী মেধা পাটকর কলকাতার ধর্মতলায় অনশন বিক্ষোভ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে নন্দীগ্রামের প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ, অভিনেত্রী অপর্ণা সেন প্রমুখ। ঋতুপর্ণরা রাজ্য সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। অনেকদিন পরে একটি ইস্যুতে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও এসইউসিআই কর্মী ও সমর্থকরা পৃথকভাবে মিছিল ও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাজ্যের একাধিক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীরা বন্‌ধের সমর্থনে একসঙ্গে মিছিল করেছেন। সন্ধ্যায় বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় প্রতিবাদসভা করেছেন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। কলকাতার আলিপুরে ডিজির বাড়ির সামনের রাস্তা ঘেরাও করে বিক্ষোভ এবং অবরোধ করেন বোরো চেয়ারম্যান ফিরাদ (ববি) হাকিমের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। নন্দন চত্বর থেকে গ্রেফতার হওয়ার তালিকায় ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী বিদীপ্তা চক্রবর্তী, পরিচালক লাডলি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সনাতন দিন্দা নামে এক শিল্পী পুলিশের মারে গুরুতর জখম হন বলেও খবর। যদিও ডিসি সদর বিনীত গোয়েল জানিয়েছেন, "এমন কোনও খবর জানা নেই। তবে বুদ্ধিজীবীদের ধরপাকড়ের সময়ে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে।" কলকাতায় ২০ জন মহিলাসহ ৯৫ জন গ্রেফতার হন। এঁদের মধ্যে টলিউডের একাধিক অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন। রাত ন'টা নাগাদ হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে লালবাজার থেকে বেরিয়ে আসেন পরমব্রত, বিদীপ্তা ও অনন্যাসহ সমস্ত নাট্যকর্মী ও শিল্পী-সাহিত্যিকরা। সন্ধে থেকে লালবাজার গেটে যাঁরা অবস্থান-বিক্ষোভ করছিলেন তাঁরা পরমব্রতদের নিয়ে মিছিল করে ধর্মতলায় গিয়ে শেষ করেন। পরমব্রতরা বলেন, "আমরা সিপিএমের সমর্থক ছিলাম, কিন্তু আজ অন্যায়ভাবে টানা ছয় ঘণ্টা ধরে লালবাজারের লক-আপে রেখে পুলিশ যে নজির গড়ল তা আজীবন মনে রাখব। আমাদের অপরাধ ছিল, নন্দন চত্বরে গান গাইতে গিয়েছিলাম।" বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন," লালবাজারের পুলিশ রেজওয়ানের মৃত্যুর জন্য দায়ী অশোক টোডিদের গ্রেফতার করতে পারে না। অথচ বিবেকের টানে প্রতিবাদ জানানো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার করে লক-আপে ঢুকিয়েছে।"

এদিন বেলা বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দফায় দফায় উত্তর কলকাতার বিকে পাল অ্যাভিনিউ, পার্ক স্ট্রিট, ডোরিনা ক্রসিং, হাজরা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের সংযোগস্থল, ক্যাথিড্রাল ও এজেন্সি বোস রোডের সংযোগস্থলে অবরোধ বিক্ষোভ হয়েছে। হাজরায় তৃণমূলের মৌন মিছিলের নেতৃত্ব দেন মদন মিত্র, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সমীর সূত্রধর প্রমুখ। মধ্য কলকাতায় তাপস রায়, কাঁকুড়গাছিতে পরেশ পাল, সেকটাউনে সুজিত বসুরা এদিন বন্‌ধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসইউসিআই-এর কর্মীদের নেতৃত্বে অবরোধ হয়েছে জয়নগর-কুলপিতে। হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, হুগলি ও নদীয়ার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরেও বন্‌ধের সমর্থনে মিছিল করে বন্‌ধের আহ্বায়করা।

রবিবারের বিক্ষোভের মূল আকর্ষণ ছিল বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদের অভাবনীয় প্রতিবাদ। রবীন্দ্র সদন, নন্দন এবং অ্যাকাডেমি চত্বর জুড়ে গান গেয়ে শিল্পীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালীনই প্রতিবাদী শিল্পীরা নন্দনের সামনে ধরনায় বসে পড়েন। তখনই পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। এর পর সন্ধ্যা পৌনে ছ'টা নাগাদ আচমকাই লালবাজারে এসে উপস্থিত হন শঙ্খ ঘোষ, শাঁওলি, মিত্র, অপর্ণা সেন, সুজাত ভদ্র, বিভাস চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব প্রমুখ। জনা ১০ প্রতিনিধির দলটি ডিসি সদর বিনীত গোয়েলের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন। বাইরে তখন গোটা লালবাজারের সবক'টি গেটে তালা পড়ে গিয়েছে। প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ঘিরে রেখেছে গোটা লালবাজারের ভিতর ও বাইরে। মূল দরজার বাইরে রাস্তায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, নাট্যকর্মী, শিল্পী, আইনজীবী তখন গাইছেন গান, দিচ্ছেন স্লোগান। অপর্ণা নেমে এসে বলেন, "ডিসি সদর বলেছেন, সিআরপিসির ১৫১ ধারায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যাতে না হয়, তাই গ্রেফতার করা হয়েছিল। এটা কোনও অপরাধ নয়। ওঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে একটু পরেই।" বিভাসবাবু বলেন, "অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে পুলিশের আক্রমণ নেমে আসবে এটা বোঝা গেল। সেইমতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার। তবে রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে যে তৎপরতায় পুলিশ শিল্পীদের গ্রেফতার করে নিয়ে এল, সেই তৎপরতা নন্দীগ্রামে সাধারণ মানুষের উপর গুলি চলার সময় পুলিশ দেখায়নি। এটাই খুব অসামঞ্জস্যপূর্ণ।"